



145665 - তাওরাত ও ইঐঞ্জলিকে অসম্মান করা জায়যে নহেই

প্রশ্ন

আমি জানি কুরআনের কপি ফলে দেওয়া জায়যে নহেই। আমাদেরকে নরিদষ্টিভাবে সটো পুনরায় প্রক্রিয়াজাত করতে হবে।
কিন্তু আমাদের জন্য কিতাওরাত ও ইঐঞ্জলি ফলে দেওয়া হারাম? নাকি আমাদেরকে সটোও সংরক্ষণ করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

একজন মুসলমিরে উপর আল্লাহর সকল রাসূল এবং অবতীর্ণ সব কতিবরে উপর ঈমান আনা ওয়াজবি। মহান আল্লাহ বলেন:
“রাসূলের কাছে তার রবের পক্ষ থেকে যা নাযলি করা হয়েছে তনি তার প্রতি ঈমান এনছেন, ঈমানদারগণও (ঈমান এনছেন)।
সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফরেশেতাদরে প্রতি ও তাঁর রাসূলদরে প্রতি ঈমান এনছেন। (তারা বলছেন) আমরা তাঁর রাসূলদরে
মধ্যমে কারো সাথে কারো তারতম্য করি না।”[সূরা বাকারা: ২৮৫]

“মুমনিরা ঈমান রাখতে যবে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তনি ছাড়া কোনে সত্য ইলাহ নহে, তনি ছাড়া কোনে রব নহে। তারা
সকল নবী, রাসূল এবং তাদরে উপর আসমান থেকে অবতীর্ণ কতিবসমূহে বশ্বাস করে।”[তাফসীর ইবনে কাসীর (১/৭৩৬)]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যবে আহলে-কতিবরা তাওরাত ও ইঐঞ্জলি বকিত করছেন। তারা আল্লাহর বাণী বদলে
দিয়েছেন। কিন্তু তাদরে এই বকিত তাদরে সব বইয়ের সর্বাংশ জুড়ে হয়নি। বরং তাদরে বইগুলোতে এখনও কিছু সত্য রয়ে
গিয়েছে। এ কারণে তাদরে বইগুলোকে অসম্মান করা জায়যে হবে না। যহেতে সগুলোতে এখনো আল্লাহর কিছু বাণী এবং
আল্লাহর নাম ও গুণাবলি আছে।

হাইতামী তার ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ বইয়ে (১/১৭৮) বলেন:

“সত্য হলো: এই বইগুলোতে কিছু অপরবিত্তি বিষয় রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। যহেতে উক্ত বিষয়গুলো আমাদের শরীয়ত
থেকে জানা বিষয়ের সাথে হুবহু মিলে যায়।”

খতীব শারবীনী রাহমিহুল্লাহ বলেন:



“সম্মানতি নয় এমন কিছু দিয়ে নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। ... কাযী তাওরাত ও ইঞ্জিলিরে পাতা দিয়ে পবিত্রতা অর্জনকে বধৈ বলছেন। তার কথাটা এ দুই কতিবরে এমন পাতার ক্ষতেরে প্রযোজ্য হবে যটোর বকিত্তি সম্পর্কে জানা গছে এবং যাত আলাহর নাম বা অনুরূপ কিছু না থাকে।”[সংক্ষেপে সমাপ্ত][‘মুগনলি মুহতাজ’ (১/১৬২-১৬৩)]

খরিশী তার ‘মুখতাসার’ বইয়ে (৮/৬৩) বলেন:

“(সম্মানরে ক্ষতেরে) আলাহ ও নবীদরে নামসমূহ মুসহাফরে মত। কারণ সগেলগেও সম্মানতি।”[সমাপ্ত]

হাত্তাব তার ‘মাওয়াহবিুল জালীল’ বইয়ে (১/২৮৭) বলেন:

“আলাহর নামগুলকে মর্যাদা দেওয়া আবশ্যিক। এমনকি যদি এই নামগুলকে এমন কিছু ভতেরে লখো হয় যটকে অসম্মান করা আবশ্যিক, যমেন: বকিত্ত তাওরাত ও বকিত্ত ইঞ্জিলি। সক্ষেতেরে এগুলকে পুড়িয়ে ফলো বা নষ্ট করা যায়। কিন্তু এই নামগুলের মর্যাদার কারণে সগেলগেও অসম্মান করা যায় নয়।”[সমাপ্ত]

দুই:

মুসলমিরে জন্য উক্ত বইগুলের কোনোটো নজিরে সংগ্রহে রাখা ঠকি নয়। তবে যদি ব্যক্তি আলমে হন এবং এগুলোতে বদ্যমান বকিত্তি ও মথিয়া উদঘাটন করার জন্য পড়নে, তখন বধৈ হবে।

আহমদ (১৪৭৩৬) বরণনা করনে, জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ রাদয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে কাছে আহলে-কতিবরে কোনোটো একজন থেকে সংগৃহীত একটা কতিব নিয়ে আসলনে। এরপর তিনি সটো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়ে শুনালনে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুদ্ধ হয়ে বললনে: “তোমরা কি (শরীয়তরে ব্যাপারে) কোনোটো দ্বধি-সংশয়ে পড়ছে, হে খাত্তাবরে ছলে! যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি শুভ্র ও নরিমল শরীয়ত নিয়ে তোমাদরে কাছে এসছি। তোমরা তাদরেকে কোনোটো ব্যাপারে জিজ্ঞেসে করবে না; কারণ তারা সত্য জানালেও তোমরা সটোকে অবশ্বাস করে বসবে। আবার মথিয়া বললেও তোমরা সটোকে বশ্বাস করে বসবে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! যদি মুসাও জীবতি থাকত তার জন্য আমাকে অনুসরণ করা ছাড়া উপায় থাকত না।”[শাইখ আলবানী ‘ইরওয়া’ বইয়ে (৬/৩৪) হাদসটিকে হাসান বলছেন]

তাই আমাদরে হাতে আহলে-কতিবরে কোন বইয়ের কোন কিছু পড়লে সটো সংগ্রহে রাখা যায় হবে না। অনুরূপভাবে অসম্মান করে আবরণনায় নক্ষিপে বা অনুরূপ কিছু করাও যায় হবে না। বরং পুড়িয়ে ফলের মাধ্যমে সটো থেকে নক্ষিক্তি পতে হবে। কারণ অধিকাংশ ক্ষতেরে সগেলগেও আলাহর নাম ও গুণাবলি থাকে। আবার সখনে আলাহর এমন কিছু বাণী থেকে যতে পারে যগেলগে আহলে-কতিবরো বকিত্ত করনে।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।